

নয়া দিগন্ত



ନିମ୍ନଲିଖିତ ଆବଦ୍ଧୁଳ ଟାଣିକ 'ଶ୍ରୀରାମର ନାଟ' ଯହିଁରେ ଯଥାସମ୍ଭବ ସ୍ତରରେ ଆବଦ୍ଧୁଳର ଅଭିନୟ ଓ ନାଟା ନିର୍ମାଣ

ডাকসু শুধু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নয় এটি জাতীয় বিষয়

● নিজস্ব প্রতিবেদক

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তিন অধ্যাপক ও, নিম্ন
অবস্থান খান হলছেন, ডাক্তার বিশ্বনাথ কে
সহ, জাতিসংঘ মহা কুলায়লমুলক
বেতুহে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সব
বিশ্ববিদ্যালয় ডাক্তার কে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে
বিহয় নয় এটি এক অর্থে জাতীয় বিশ্ব। সেজন্য
না কোনোভাবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সা
আলমদানের সবল একটি মনোভাৱে আর
আমরা সবাই বিশেষ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
এখানে নিকে চাই।

শতাব্দীর শনিবার দুপুরে আচার্য প্রেসিডেন্ট
ডাঃ হোসেন গৌধরী মহলে নিমন্ত্রিত
করা গবেষণার সেরা ছাত্র শিল্পীর মাধ্যমে
আজীবনীমূলক এই 'শ্রীকমের পাতা'
প্রকাশনা উৎসবে প্রধান অতিথির বক্তব্যে
ডাঃ কল্যাণ বসু। ৯.৩৫ পৃঃ ৫-এর কলামে

[illegible][illegible]

সেই ভক্ত অসংখ্য শারীরাতীত ইন্দ্রিয়া
একটি বস্তু কল্পনা মাগে। হ. মিত্রা
কলেব, অজ্ঞাত এবং পাপের দ্বার
নিজেকে অসংখ্য রাসের সে খন্দা।
এর মধ্যে একটি বস্তু ইন্দ্রিয় কদা। এটি
কল্যাণইন্দ্রিয় সিংহ মতো ভেদের
মোহের বেগেই অসংখ্য জেতা কল্পে।
এটি মনে জানা যে, যারাপে এটি
একটি সিংহ থাকে লরতারা। এটি
বস্তুই চক্ৰবর্তী একটি এবং সেটি
এই অঙ্গসকল সিংহের মায়ায়।
করতারা। হাত করতারা
কৃত্যমামূলকভাবে বাহ্য গুণের
আত্মকম একটি কল্পে। তার
প্রতিষ্ঠিতভাবে শেষ পক্ষই
যাক্তর শ্রেণে। তার রশা
আত্মকম শেষ পক্ষই।

[illegible]

প্রাচীন অনুষ্ঠানে যাবত নজর
যাবত বৈদিক যাবত বিদ্যার সম্মান
সম্মানই ছিল মহাপ্রাণ যাবত। যা
নিগড়ে নিষিদ্ধ। সম্মানক মানুষ
রহমান মিলিত অবিদ্যার অন্ধকার
আলম জ্বলন এছাড়া শিবির
মহাদেব জীবনের এই শিবিরে
শিবিক কবীর জ্ঞান শিবিরের
সম্মানের প্রতি জান্না জান্না। যা
নিগড়ে শক্তি সম্মানক যাবত
যাবত জীবন অনুষ্ঠান সম্মান

বাংলা বক্তব্যে সাংলাহিতদিন
মুহুর্তে করে পেয়েছে তুমি মেথো
প্রাণিনা করে বলেন, আমি প্রবাসী
ব্রাহ্মী সম্প্রদায় বা বঙ্গবাসী আশ্রয়
নাইকে তুমিই বঙ্গবাসী। এমন শু
বলতে চাই, পর ১৫টি বঙ্গ আত্মা
যে কলি নিমিত্তে গাথা করছি, যে
সময় কেউ আমাদের পাশে ছিল না,
কেউ আমাদের সহকর্মী করত
আমরা নাই। সেই সময় তিনি
আমাদের পাশে থেকেছেন,
আমাদের সাহায্য করেছেন, তাকে
হাসতে অনেকটা শু শিল্পটি
হাসতে দেখে। কিছু কিছু রকম

10

শ্রী লেখক, এই খণ্ডিতে তার
লেখক সত্যের আলো আছে। আমি
সবার কাছে তার জন্য লোভ কামন
করি, তিনি যেন এই অতিক্রমে আরো
অনেক কিছু নিয়ে যেতে পারেন।

[illegible]

বিদেশে অভিবাসিত লক্ষ্যের
আধাশতাব্দীতে ইউরোপাসিটি
সামগ্রিক আর্থ-স্ট্রাকচারগত পরি-
বর্তনশীলতা, আশ্চর্যজনক হারে
এই অভিবাসিত একজন লক্ষ্যবিশিষ্ট
বিশেষত আর্থ উন্নয়ন সাধনে ব্যর্থ
করার সুযোগ পেয়েছিল। তিনি অল্প
কিন্তুও সফলকাম ছিলেন। প্রতিষ্ঠান
গঠনেও ব্যতিক্রমশীল হলে নানা
সমস্যার সম্মুখীন হলেও তিনি বর্তমান
নির্দেশনামূলক কোনও এই বইয়ে
প্রকাশের পরিকল্পনা খুব সুন্দরভাবে
চলুটি উন্মোচন। এটি আমাদের এবং
আমাদের প্রতিদ্বন্দ্বী প্রকল্পের জন্য
নির্দেশনামূলক হিসেবে কাজ করবে।
সফলকাম প্রতি আমায় শুভ কামনা
সহিত, তিনি কোনও প্রকারে সন্দেহ
আপো আমাদের উপহার দিতে
পারেন।

পার্বত্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (পাবনা) সানেক্স ডিসি অধ্যাপক ড. অমিন উলীন মার জিমে, দেশ ও পৃথিবীর বাসীর শিক্ষার দায়িত্ব একজন বৈদেশিকের হাতে। বিভিন্ন শিক্ষার্থীরা, সমাজিক সংগঠন ও সামরিক/পুলক কারো হাতে বিভিন্ন শিক্ষার দায়িত্ব থাকে। তার এই মিশন ও বাস্তবতা কারো এক অংশ। উচ্চতর গিরা যাত্রা। এমন একজন পুরুষের হাতে ও অজ্ঞাতা নতুন জগতের কথা। বিশ্বের একজন পুরুষের হাতে বাস্তবতা।

পটুয়াখালী বিভাগ ও প্রাকৃতিক বিশ্ববিদ্যালয়ের (শিবিরটি) সাবেক তিনি অধ্যাপক ড. আবুল কাবির মাসুম বলেন, পটুয়াখালী আর্থসোশ্যাল বা আর্থসোশ্যাল একাডেমি পেশা ও প্রাথমিক সহিতাধ্যাপক।

জাতিতে এই মানুষেরে একজন মানুষ
পালিতা হ'লিলাম, স্নানকরা, ভাতকরা
ও মাংসখোর। তার পিঠেরে একটা
পলিভারের প্রকল চেয়ে। এই বইয়ে
সবকিছু আছে। পুস্তক ও ছাত্রের জীবন
এবং জীবনের মতো আবার কতক
কিছু। মোহাম্মদের ১০০০করা
সিখার ও কবীরের ১০০০করা
সিখার, এর পর হিন্দু, মুসলিম, খ্রীষ্ট
পন্থারের মতো। আর বসন্তের ও
জ্বরজ্বরের কথা। হিন্দু
মোহাম্মদের কবীরের মতো। আর
পলিভার দিয়ে কানেক পলিভার
কিছু। কবীরের ও মোহাম্মদের
মতো। এই বইয়ে কবীরের ও
মোহাম্মদের কথা। এই বইয়ে
কবীরের ও মোহাম্মদের কথা।

খাকবে।
“জিনানের পাত্র” বইয়ের সম্পাদক
সৈনিক মদ্য সিগারেট সিটি-এডভাইজ
আশরাফুল ইসলাম বলেন, আমি
অজান্তে চৌহাঙ্গাবান যে, পিসির
মামলার মতো এলাকায় অতিক্রম

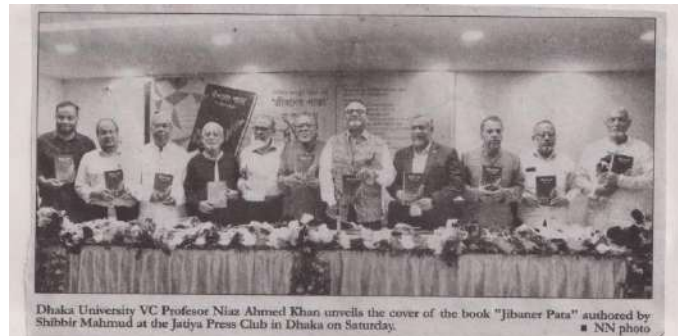
খোঁচা বাঁকানো শব্দিকথা অনুসরণ
 করে কণ্ঠ দিয়েছে শব্দ। অন্য দিক
 পড়িকার চিত্র ছিটকির থাকাকালি
 আমি তাই অনুভবকার শব্দিকথা
 লেখার কাজে মুগ্ধ ছি। দীর্ঘ ২৬ মা-
 গেরে, প্রতিদিনের কাজের বাস্তবতা
 মধ্যেও আমার শিল্পকাজের বসি
 প্রাচুর্যের লক্ষ্য করছি। তার অধিক
 লিখিও ও মনোযোগে সংগঠিত এ
 বইটি কল্যাণের জন্য একটি অমূল্য
 দান। ধ্যেয়। আমি তার সুখ
 ও লীলায় কামনা করছি এবং
 কল্যাণ, 'জীবনের পাত্র' বইটি পড়তে
 গিয়ে স্থান করে নেব।

১৫ আষাঢ় ১৪৩২

DU in Media

29 June 2025

The New Nation



আমার দেশ





The Financial Express

7,100 teachers, students, edn instts to get special grants

The government is set to allocate a special grant amounting to Tk 64.1 million (6.41 crore) for 7,100 teachers, students, and educational institutions across the country, reports BSS.

The recipients comprise 101 educational institutions, 250 teachers and staff, 4,047 secondary school students, and 2,702 students from colleges and universities, according to an official letter signed by Liuza-ul-Jannah, Deputy Secretary of budget section of the Secondary and Higher Education Department in Ministry of Education issued June 17.

The letter mentioned that the decision has been taken to distribute the money allocated in the "Special Grants" sector of the Secondary and Higher Education Department in the current fiscal year.

According to the decision, 101 educational institutions will be given a total of Tk 10.1 mil-

lion, Tk 100,000 each, while 250 teachers and employees will be given Tk 30,000 each, totaling Tk 7.5 million.

Besides, a total of Tk 30 million has been allocated for 4,047 secondary school students with Tk 8,000 each, while 1,428 students of 11th and 12th grades will be given Tk 9,000 each totaling Tk 12 million.

In addition, 1,274 students of graduation and above will be given Tk 10,000 each, amounting a total of Tk 12.7 million.

The letter also said that the allocated money will be distributed through the Bangladesh Post Department's digital financial service "Nagad".

The money of the educational institutions will be sent online to their respective bank accounts, while the money of teachers and employees and students will be sent directly to "Nagad" through mobile banking.



দিনকাল

স্কুল শিক্ষক বাবার ৬ সন্তানই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী

কমলনগর (লক্ষ্মীপুর) প্রতিনিধি

লক্ষ্মীপুরের কমলনগরে একই পরিবারে অনেক মেধাবী সন্তান থাকতে পারে। তবে পরিবারের সব মেধাবী সন্তান এক সঙ্গে দেশের নামকরা কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনার সুযোগ পেয়েছে এমন নজির তেমন একটা শোনা যায় না। কিন্তু লক্ষ্মীপুর জেলার প্রত্যন্ত এক গ্রামের স্কুল শিক্ষক ছায়েদ উল্লাহর ছয় ছেলে মেয়ে প্রত্যেকেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সুযোগ পেয়ে ব্যতিক্রম একটি নজির স্থাপন করেছে। এমন ব্যতিক্রম ঘটনায় খুশি এলাকাবাসীও।

স্কুল শিক্ষক ছায়েদ উল্লাহর বাড়ি লক্ষ্মীপুর জেলার কমলনগর উপজেলার করইতোলা বাজার সংলগ্ন চর লরেঞ্চ গ্রামের মুসলিমপাড়া এলাকায়। ছায়েদ উল্লাহ ও তার স্ত্রী শামীমা বেগম সন্তানদের

পড়াশোনার পিছনে নিজের সব সম্পত্তি ব্যয় করেও এখন খুশি। এমন মেধাবী সন্তানদের নিয়ে গ্রামবাসীরাও খুশি। ছায়েদ উল্লাহ নোয়াখালী জেলার সুবর্ণচরের দক্ষিণ ওয়াপদা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে দীর্ঘ দিন শিক্ষকতার পর এখন অবসর নিয়েছেন। সরেজমিনে গিয়ে কথা হয় শিক্ষক ছায়েদ উল্লাহ সাথে তিনি জানান, তাঁর সবশেষ এবং ছোট ছেলে আরাকাত হোসেন চলতি ২০২৫-২০২৬ শিক্ষাবর্ষে এ ইউনিটে ভর্তি হয়েছেন। এছাড়া একমাত্র মেয়ে পড়ছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ওমেন এন্ড জেন্ডার স্টাডিজ বিভাগে।

এ নিয়ে একে একে শিক্ষক বাবার ছয় সন্তানের সবাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করার সুযোগ পেয়েছেন। নিজের মেধাবী সন্তানদের নিয়ে কথা বলতে গিয়ে ছায়েদ উল্লাহ আরো জানান, শিক্ষকতার সং উপার্জন দিয়ে সন্তানদের মানুষ করতে পেরেছেন এতে খুশি তিনি। তিনি জানান, শুরুটা হয় ২০০৭ সালে। তার বড় ছেলে শামসুল আলম দিপু ২০০৭-০৮ সেশনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগে ভর্তি হয়ে ভালো ফলাফল নিয়ে উত্তীর্ণ হয়। এরপর ০৫তম



বিসিএসের মাধ্যমে সরকারি চাকরীতে যোগ দেন। পরে সে চাকরি ছেড়ে যোগ দেন বাংলাদেশ ব্যাংকে। বর্তমানে তিনি সরকারের আর্থিক গোয়েন্দা সংস্থা বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্ট ইউনিটে পরিচালক হিসেবে কর্মরত রয়েছেন। তাঁর ২য় ছেলে শাজাহান সিরাজ আল মামুন ২০১০-১১ সেশনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের লোক প্রশাসন বিভাগে ভর্তি হন।

২০১৬ সালে কুতিত্বের সহিত লোকপ্রশাসন বিভাগ থেকে প্রথম শ্রেণীতে অনার্স ও মাস্টার্স ডিগ্রি অর্জন করে ছেলে মামুন। বর্তমানে শাজাহান সিরাজ আল মামুন কর্মসংস্থান ব্যাংকের চাঁদপুর জেলার হাজীগঞ্জ শাখায় সিনিয়র অফিসার হিসেবে কর্মরত আছেন। ৩য় ছেলে আশরাফুল ইসলাম শহীদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগে গতে ভর্তি হয়ে ২০১৭ সালে ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ থেকে কুতিত্বের সহিত প্রথম

শ্রেণীতে অনার্স ও মাস্টার্স ডিগ্রি অর্জন করেন। আশরাফুল ইসলাম শহীদ বর্তমানে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের লক্ষ্মীপুর আঞ্চলিক শাখায় সিনিয়র অফিসার হিসেবে কর্মরত আছেন। চতুর্থ ছেলে শরীফুল ইসলাম বিজয় ২০১৬-১৭ সেশনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে রাষ্ট্র বিজ্ঞান বিভাগ থেকে পাশ করেছেন। তিনি এখন বিসিএসের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন। শিক্ষক ছায়েদ উল্লাহ বলেন, আমার জীবনে প্রতিটি টাকা সং পথে উপার্জন করেছি এবং সংপথে খরচ করেছি। আমার পাঁচ ছেলে এবং এক মেয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করার গৌরব অর্জন করায় আমি সর্বপ্রথম মহান আল্লাহ রাক্বুল আলামিনের কাছে শুকরিয়া আদায় করছি। আমি দীর্ঘ ৩০ বছর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেছি, আমি আমার ছেলে মেয়েদেরকে সুশিক্ষিত করার জন্য সর্বদাই সচেষ্ট ছিলাম। আমার ছেলে মেয়েরা কঠোর পরিশ্রম আর অধ্যবসায়ের মাধ্যমে বাংলাদেশের সর্বোচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রচ্যেয় অক্সফোর্ড খ্যাত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করার গৌরব অর্জন করেছে, আমি আপনাদের সবার কাছে আমার সন্তানদের ভবিষ্যতের জন্য দোয়া চাই।